বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট

আলমপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।
www.sylhetboard.gov.bd, e-mail: chairmanbisesyl@gmail.com

তারিখ: ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
৩১ জুলাই ২০২২ খ্রি.

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য তথ্য প্রেরণ।

❖ **সিলেট শিক্ষা বোর্ডের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের বিবরণ এবং চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য সমাধান:**

- **২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:**

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট শিক্ষার সম্প্রসারণ, গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত শিক্ষার লক্ষ্যে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি, শিক্ষার্থী ভর্তি, শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন প্রদান, পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে যাচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯৭,২৬৪ জন শিক্ষার্থী অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮টি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬টি এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে; নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ২টি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ২টি এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে মোট ৩২৫,৩০২ জন (জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি) শিক্ষার্থীর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ২০২১ সালের পাবলিক পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ১,১৫,৭১৩ (পাশের হার ৯৬.৭৯%) এবং এইচএসসি পরীক্ষায় ৬৩,২০৬ (পাশের হার ৯৪.৮১%) জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। অনলাইন ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে বিভিন্ন ফি সংগ্রহ এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও নিরীক্ষকগণের সম্মানী প্রদান করা হয়েছে; যার ফলে কোন সেবাগ্রহীতাকে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত শিক্ষা বোর্ডে আসতে হয় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অত্র বোর্ডের আওতাধীন মোট ৯২৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শাখা এবং ১,৪৩৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ে পাঠদান করা হচ্ছে। ই-জিপি পদ্ধতিতে বোর্ডের নানাবিধ ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ০৬ টি টেন্ডার ই-জিপিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে বোর্ড ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পথে।

- **চ্যালেঞ্জসমূহ:**

(১) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ব্যাপকতা থাকায় যথাসময়ে জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

(২) সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অপ্রতুলতা।

(৩) সুষ্ঠুভাবে যথানিয়মে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ।

(৪) প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা পৌঁছানো।

(৫) দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের অপ্রতুলতা।

(৬) অনগ্রসর এলাকায় মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদানের সীমাবদ্ধতা।

(৭) বোর্ড দপ্তরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্থান সংকুলানের সমস্যা ইত্যাদি উক্ত অর্থবছরের চ্যালেঞ্জ। এছাড়াও সিলেট শিক্ষা বোর্ডের টিনশেড গুদামঘরটি সুরমা নদীর অতি নিকটবর্তী হওয়ায় বর্ষাকালে বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়ে পরীক্ষার অতীব গুরুত্বপূর্ণ মালামাল নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২২ সালের সাম্প্রতিক বন্যায় গোদামঘরের মালামাল দুই দফা মূল ভবনের উঁচু স্থানে স্থানান্তর করা হয়। যা কার্যত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

- **সম্ভাব্য সমাধান:**

(১) দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আজ জনগণ ডিজিটালাইজেশনের সুফল ভোগ করছে। ইতোমধ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসমূহেও শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রী ও প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের সুফল পাচ্ছে। কিন্তু, এতদসংক্রান্ত সুফল ভোগ করতে হলে স্মার্ট মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি সহজলভ্য হলে প্রত্যন্ত হাওর ও গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের ডিজিটালাইজেশনের সুবিধাসমুহ ব্যাপকভাবে ভোগ করতে পারবে।

(২) সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান ও সঠিকভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের সৃজনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধনের জন্য সৃজনশীল বিষয়ে মাষ্টার ট্রেইনার হিসেবে BEDU (Bangladesh Education Development Unit) এর মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান আবারো শুরু করা যেতে পারে।

(৩) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষানুরাগী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সেমিনার/মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

(৪) গুদামঘর তৈরী: সিলেট শিক্ষা বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ মালামাল ও গোপনীয় কাজে ব্যবহৃত ট্রাংকসমূহ সংরক্ষণের জন্য একটি নতুন গুদামঘর তৈরী করা দরকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৫) প্রশিক্ষণ প্রদান: সেবা গ্রহীতাদের আরো তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে উন্নত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং তা অব্যাহত রাখতে হবে।

❖ **২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন ঃ**

(১) করোনা মহামারীর কারণে ২০২০ সালে জেএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করা না গেলেও ২০২১ সালে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা স্বাস্থ্যবিধি মেনে সফলভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ১,১৯,৫৫৩ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১১৫৭১৩ জন উত্তীর্ণ হয়। পাশের হার শতকরা ৯৬.৭৯%। অনুরূপভাবে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ৬৬,৬৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৬৩,২০৩ জন্য উত্তীর্ণ হয়। পাশের হার শতকরা ৯৪.৮১%। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৮৯৪টি, ২০২১-২০২২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৯১৯টি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ সংখ্যা ছিল ২৯৬টি, ২০২১-২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ২৯৯টি। তা ছাড়া ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) আওতায় উল্লেখযোগ্য অর্জন নিম্নরুপ ঃ

কর্মসম্পাদন	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২০২১	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২০২২
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পাঠদানের অনুমতির লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রেরণ।	৪	১৮
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একাডেমিক স্বীকৃতির লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রেরণ।	৫	৫
ভর্তিকৃত একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা।	৭৮,৯৫৬	১০৪,১১৪
৮ম, ৯ম ও ১১শ শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা।	৩১২,৮৬৯	৩৫৮,০৩৪
ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	৩০০	২৯৫৮
শিক্ষার্থীর ই-টিসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	৩০০	৭০৭
শিক্ষার্থীর ফ্রেশ ও দ্বিনকল সনদ ইস্যু।	৬০০	১৭,১২৩
শিক্ষার্থীর নাম ও বয়স সংশোধন।	৬০০	৮,৭১৮
শিক্ষার্থীর সনদপত্র যাচাই।	৭০০	৬,৩১২
ইজিপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	৫	৬

❖ **২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত এবং চলমান কর্মকান্ডের বিবরণ:**

(১) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট-এর নিজস্ব অর্থায়নে "মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট-এর উন্নয়ন" শীর্ষক ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ডিপিপি অনুমোদিত হয় এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এর ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থান সংকুলানসহ সেবা গ্রহীতাদের সুচারুরূপে অধিকতর সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যাবে।

(২) বোর্ড ভবনের সৌন্দর্য বর্ধনকল্পে বোর্ডের নিচতলা থেকে ৪র্থ তলা পর্যন্ত প্রতিটি কক্ষের দেয়ালসমূহের রং বিনষ্ট হওয়ায় তা নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। যার ফলে বোর্ডে একটি নতুন কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

(৩) বোর্ডের আঙ্গিনা ও চারপাশের খালি জায়গাসমুহের ঘাস, আগাছা, অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অপসারণ করে বোর্ড আঙ্গিনাকে সৌন্দর্য্যমন্ডিত করা হয়েছে।

(৪) পুরাতন ব্যবহৃত উত্তরপত্র, ওএমআর, অতিরিক্ত উত্তরপত্র টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়েছে। যার ফলে বোর্ড প্রাঙ্গনের সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা ফিরে এসেছে।

❖ **২০২১-২০২২অর্থবছরে গৃহীত এবং ভবিষ্যতে সম্পাদিত হবে এমন জরুরী কর্মপরিকল্পনা:**

(১) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সিলেট শিক্ষা বোর্ডে e-Governance কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেবা গ্রহীতাদের সুবিধার্থে বোর্ডের website (www.sylhetboard.gov.bd) - এ শিক্ষা বোর্ডের যাবতীয় তথ্য সংযোজন করা হয়েছে এবং সময় সময় তা হালনাগাদ করা হচ্ছে। সেই সাথে বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে এ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ

মাধ্যমিক পরীক্ষায় Online ও SMS এর মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে rescrutiny - এর আবেদন গ্রহণসহ ফল প্রকাশের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে Online পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন, ই-টিসি কার্যক্রমসহ সনদ ও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট যাচাই কার্যক্রম যথাযথভাবে চলমান রয়েছে। বোর্ডের যাবতীয় ফি সোনালী সেবার মাধ্যমে অনলাইনে বোর্ডের হিসাবে জমা হচ্ছে। সেবাকে সহজলভ্য ও জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত আবেদন অনলাইনে গ্রহণ ও সম্পাদন করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে সকল সেবা অনলাইন পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক ও জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা চলমান রয়েছে।

(২) বোর্ড ক্যাম্পাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ম্যুরাল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

(৩) স্বতন্ত্র একটি 'পরীক্ষা ভবন' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৪) শিক্ষা বোর্ডের মূল ভবনে লিফ্‌ট সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

❖ **২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রণীত আইন ও বিধি ঃ** মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট-এর চাকুরী প্রবিধানমালা - ২০১৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য জমা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডসমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হয়। এছাড়া ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সিলেট শিক্ষা বোর্ডে কোন আইন ও বিধি প্রণীত হয়নি।

❖ **২০২১-২০২২ অর্থবছরের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত মুজিববর্ষ এবং করোনকালীন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

(১) ২০২১-২০২২ অর্থবছরের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত মুজিববর্ষ এবং করোনকালীন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে বিদ্যালয় ও কলেজসমুহকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা।

(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে ঘরে বসে MFS (Mobile Financial Services) - এর মাধ্যমে ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করা হয়।

(৩) লকডাউনের সময়ে জুম অ্যাপের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান ও বাস্তবায়ন করা।

(৪) বোর্ডের অভ্যন্তরীন সভাসমূহ জুম মিটিং এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে।

(৫) মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বই ও মুক্তিযুদ্ধের দলিল সংগ্রহপূর্বক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে 'হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু' কক্ষটি আরও সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

(৬) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে জাতীয় দিবসসমূহ যথা - জাতীয় শোক দিবস, মহান বিজয় দিবস, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ৭ই মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস, ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মদিন পালন ও শেখ রাসেল দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে।

❖ **২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে উল্লেখযোগ্য ছবিসমূহ নিম্নরূপ ঃ** ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রী/ মাননীয় উপমন্ত্রী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে উল্লেখযোগ্য ০৩টি ছবি সংযুক্ত করা হলো।

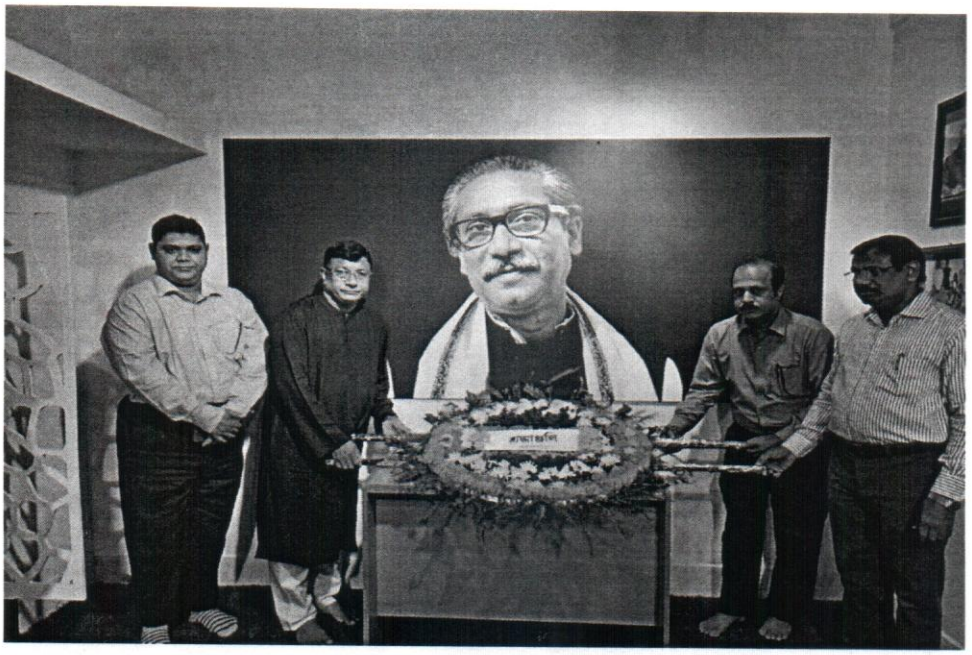

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস -২০২১ উদযাপন।

(২) মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সিলেট জেলার শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণের মতবিনিময় সভা।

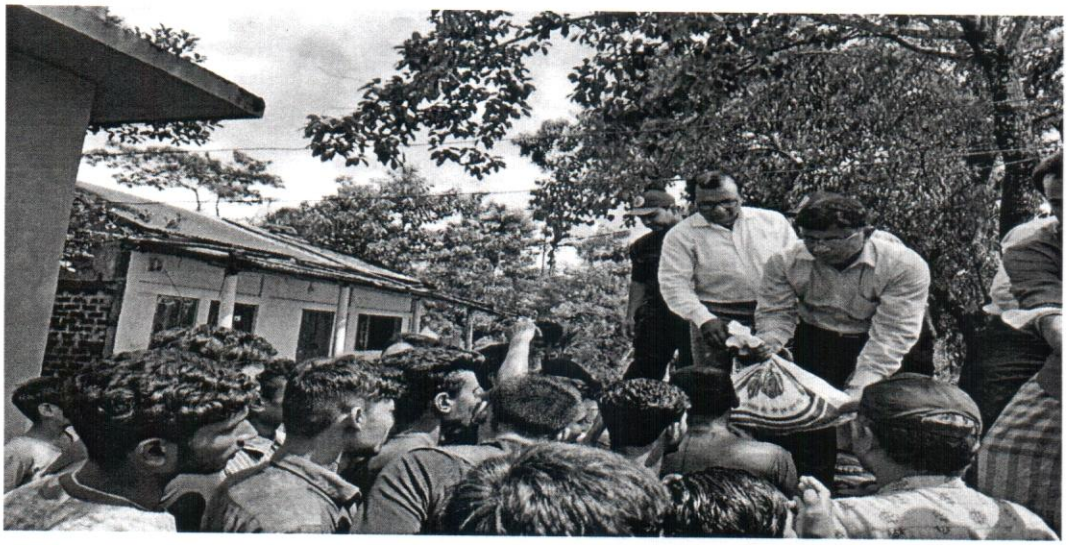

(৩) সিলেট অঞ্চলে সাম্প্রতিক অকাল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে বোর্ড কর্তৃক ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে ও শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে সারা দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব জাগরণ তৈরী হয়েছে। সিলেট শিক্ষা বোর্ড এ বিভাগে শিক্ষার বিস্তার ও অগ্রগতি সাধনে জোরালো ভূমিকা পালন করছে। সরকারী বিধি-বিধান বাস্তবায়ন ও দাপ্তরিক সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার প্রণয়নকরতঃ সেবা গ্রহীতাদের আবেদনসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। G.R.S. এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ নিস্পত্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়া জনসাধারণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিতকল্পে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে জনসাধারণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩১.০৭.২০২২

(প্রফেসর ড. রমা বিজয় সরকার)
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
সিলেট।